গ্রীষ্মের স্বস্তি খুঁজতে কোটচাঁদপুরে তালশাঁসের দোকানে ভিড়

গ্রীষ্মের দাবদাহে স্বস্তি খুঁজতে কোটচাঁদপুরে ভ্রাম্যমাণ তালশাঁসের দোকানগুলোতে ভিড় করছেন ক্রেতারা। দাম কিছুটা বেশি হওয়ায় অভিযোগ থাকলেও তালের শাঁসের স্বাদ ও পুষ্টিগুণের কারণে পথচারী থেকে শুরু করে সব বয়সী মানুষের আগ্রহে ভাটা পড়েনি।

বর্তমানে কোটচাঁদপুরে একটি তাল ৩০ টাকা এবং প্রতিটি তালশাঁস ৭ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তালের মৌসুম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৌর শহরের কলেজ বাসস্ট্যান্ড বটতলা, পোস্ট অফিস মোড়, প্রধান বাজার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সড়কসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ভ্রাম্যমাণ তালশাঁসের দোকান।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আম, কাঁঠাল, লিচু ও ড্রাগনের পাশাপাশি গ্রীষ্মকালীন জনপ্রিয় ফলের মধ্যে তালশাঁস অন্যতম। গরমের সময় এর শীতল ও সুমিষ্ট স্বাদ মানুষের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত। ফলে প্রতিবছরের মতো এবারও সড়কের পাশে তালশাঁস বিক্রেতাদের দেখা যাচ্ছে।

দূর থেকে দেখলে এসব দোকানের সামনে মানুষের জটলা মনে হলেও কাছে গেলে দেখা যায়, বিক্রেতারা তালের স্তূপ নিয়ে বসে ক্রেতাদের জন্য একের পর এক তাল কেটে শাঁস বের করছেন। অনেক দোকানে বিক্রেতাদের সহায়তায় অতিরিক্ত লোকও কাজ করছেন।

তালশাঁস ক্রেতা আকরাম হোসেন বলেন, “তালের ভেতরের স্বচ্ছ, নরম শাঁস এবং মিষ্টি পানি গরমে যেমন তৃষ্ণা মেটায়, তেমনি শরীরের জন্যও উপকারী। তাই শিশু থেকে বয়স্ক—সব বয়সী মানুষ তালশাঁস কিনতে ভিড় করছেন। কৃত্রিম কোমল পানীয়ের চেয়ে এটি অনেক বেশি স্বাস্থ্যসম্মত ও প্রাকৃতিক।”

কলেজ বাসস্ট্যান্ড এলাকার তালশাঁস বিক্রেতা মোস্তফা মণ্ডল জানান, প্রায় ১০ বছর ধরে তিনি বটতলার নিচে তালশাঁস বিক্রি করছেন।

বছরের বাকি সময় ব্যাটারিচালিত ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন।

তিনি বলেন, “মৌসুম এলেই তালশাঁস বিক্রি শুরু করি। ক্রেতার চাহিদা ভালো থাকায় ব্যবসাও মোটামুটি ভালো হয়।”

আরেক বিক্রেতা লক্ষ্মণ হালদার বলেন, “তালশাঁস বিক্রি একটি মৌসুমি ব্যবসা। প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়েই এ ব্যবসা করা হয়। তবে গত বছরের তুলনায় এবার গাছ মালিকদের কাছ থেকে বেশি দামে তাল কিনতে হয়েছে। সে কারণে আমাদেরও কিছুটা বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে।”

দাম বৃদ্ধি নিয়ে কিছুটা অসন্তোষ থাকলেও গ্রীষ্মের তীব্র গরমে তালশাঁসের চাহিদা কমেনি। বরং প্রাকৃতিক ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য হিসেবে এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে বলে মনে করছেন বিক্রেতা ও ক্রেতারা।

শীতের সবজি গ্রীষ্মে আবাদ করে লাভবান হচ্ছে ঝিনাইদহের চাষিরা

ঝিনাইদহের মাটিতে বছর জুড়ে বিভিন্ন ধরনের সবজি উৎপাদন হয়ে থাকে। বিগত কয়েক বছর শীতের সবজি ফুল ও বাঁধা কপি গ্রীষ্মে আবাদ করে লাভবান হচ্ছেন এ জেলার চাষিরা। বিক্রি করতেও কোন ঝামেলা নেই। ব্যপারীরা সরাসরি মাঠ থেকে চাষিদের নিকট হতে বিভিন্ন ধরনের সবজি কিনে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলাতে পাঠাচ্ছে।

কৃষকরা বলেন, গ্রীষ্মকালীন ফুল ও বাঁধাকপি বছরের ১ লা আষাঢ় মাসে শুরু হয়। প্রতিবিঘা জমিতে সাড়ে ৩’ হাজার থেকে ৪ হাজার পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়। বীজতলায় চারাগাছ থেকে শুরু করে মাত্র ৩ মাসে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা উৎপাদন খরচ করে বিঘা প্রতি প্রায় লক্ষাধিক টাকা বিক্রি করা যায়।

কৃষক মনিরুল ইসলাম বলেন, এবছর তীব্র গরম ও বেশি পরিমাণ বৃষ্টিতে প্রতিকুল আবহাওয়াতেও তিন মাস, অর্থাৎ ৯০ দিনের মধ্যে কপি বাজারজাত করতে পেরেছে চাষীরা। প্রতি বিঘা জমিতে বাঁধাকপি ৫ টন ও ফুলকপি ৩ টন উৎপাদন হয়ে থাকে। এতে কৃষকরা বেশ মোটা অঙ্কের টাকা লাভবান হয়ে থাকে।

সদর উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের চাষি পারভেজ বলেন, চলতি বছর প্রতিবিঘা জমিতে বীজ, সার, কীটনাশকসহ খরচ হয়েছে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। বর্তমান বাজার দাম ভালো থাকায় বেশ ভালো লাভ হচ্ছে। গত বছরও বিঘা প্রতি কপি বিক্রি করে খরচ বাদে চাষীরা ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা লাভ করেছিল।

পাইকার ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলাম বলেন, কপির বাজার চাহিদা ও সাইজের উপর দাম নির্ভর করে। চলতি বছর কপির সাইজ কিছুটা ছোট হয়েছে। তাই তিনি প্রতিপিচ ফুল ও বাঁধাকপি ১৮ থেকে ২২ টাকায় কৃষকের জমি থেকে কিনে সেগুলো রাজধানী ঢাকায় পাঠিয়ে দেন।

ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায় জানান, কৃষি বিভাগের হিসাব মতে জেলাতে ফুল ও বাঁধা কপিসহ বিভিন্ন সবজির আবাদ হয়েছে ৫ হাজার ৪২৯ হেক্টর জমিতে। আর এ পরিমাণ আবাদ থেকে হেক্টর প্রতি ১৭ দশমিক ১২ মেট্রিক টন সবজি উৎপাদন হবে বলে আশা করছেন কৃষি বিভাগ। ভৌগলিকভাবে জেলার মাটি উঁচু ভুমি হওয়ায় সময়ে অসময়ে সব ধরনের সবজি চাষ হয়ে থাকে। আবাদি জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়না। অনান্য জেলার চাইতে এ জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ কম হওয়ায় ভালোভাবে গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষ করা সম্ভব হয়।